পরিচ্ছেদ- ৬

দেওবন্দের শীর্ষস্থানীয় কতিপয় আলেম- যারা মিলাদ কিয়াম করেছেন ও জায়েয বলে ফতুয়া দিয়েছেন।

(১) **দেওবন্দের সর্বজন স্বীকৃত পীর হাজী এমদাদুল্লাহ্ সাহেব মুহাজেরে মক্‌কী তার লিখিত কিতাব ফয়সালায়ে হাফত মাস্‌য়ালায় লিখেছেন**- "আমি (ফকীর এমদাদুল্লাহ) মিলাদ মাহ্‌ফিলে শরীক হই এবং বরকতের আশায় প্রতি বৎসর উহা করে থাকি। আর কিয়াম করার সময় আনন্দ ও স্বাদ পেয়ে থাকি"।

হাজী সাহেব আরও বলেন- "আমাদের দেশের আলেমগণ মিলাদ শরীফ নিয়ে খুবই ঝগড়া বিবাদ করে থাকেন। কিন্তু যখন উহাতে জায়েযের কারণ বর্তমান রয়েছে- তখন এত কড়া-কড়ি করেন কেন? আমাদের জন্য মক্‌কা ও মদিনা শরীফের তাবেদারী করাই যথেষ্ট। কারণ তারা সেখানকার আলেমদিগের মতামত নিয়েই মিলাদ ও কিয়াম করতেন। অবশ্য কিয়াম করার সময় এরূপ আকীদা রাখা যে, হুজুর আলাইহিস সালাম এ মুহুর্তেই জন্ম গ্রহণ করেছেন- এরূপ বিশ্বাস না করা চাই। আমাদের দেশের কোন নির্বোধও এরূপ আকীদা রাখেনা। কিন্তু যদি কেহ তাঁর উপস্থিত হওয়ার ধারনা করে- তাতে কোন দোষ নেই। কেননা, পার্থিব জগত স্থান ও কালের সহিত সম্পর্ক রাখে, কিন্তু অদৃশ্য জগত স্থান ও কালের সহিত কোনই সম্পর্ক রাখেনা। অতএব নবীয়ে কারীম রাউফুর রাহীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আ-লিহী ওয়া সাল্লামের তাশরীফ আনয়ন করা দলীল থেকে বাইরে নয়"। (ফয়সালায়ে হাফত মাসয়ালাহ ৫ পৃঃ)

তিনি আরও বলেন "যদি কেহ ইহাকে (মিলাদ কিয়ামকে) ওয়াজিব মনে করে- তবে তার জন্য ওয়াজিব মনে করা নিষেধ হবে। তাতে মিলাদ মাহ্‌ফিল নিষেধ হতে পারেনা"।

www.sunnibarta.com

(২) মাওলানা ফয়জুল হাসান, সাহারানপুরী বলেন- "যে ব্যক্তি মিলাদের মাহ্‌ফিলে উপস্থিত হন, তার জন্য কর্তব্য হলো- যখন মাজলিসের লোকেরা কিয়াম করেন, তখন তিনিও যেন কিয়াম করেন"। (শিফা উস সুদুর ১০ পৃঃ)।

(৩) মাওলানা আশ্রাফ্ আলী থানবী এমদাদুল মুশ্‌তাক ৮৮ পৃঃ বলেন- "এরূপ কাজকে অস্বীকার করলে ইহাতে মানুষকে নেক কাজ হতেই বিরত রাখা হয়। যেমন- কেহ মিলাদ শরীফের মাহ্‌ফিলে হযরত নবী কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নাম মুবারাক পাঠের সময় সম্মানের জন্য দাঁড়িয়ে পড়ে। ইহাতে দোষ কি? যখন তাদের কাছে সম্মানিত কোন ব্যক্তি উপস্থিত হন, তখন লোকেরা সম্মানের জন্য দাঁড়িয়ে পড়ে। আর নবীকুলের সরদার রাসুলগণের রাসুল, আকা ও মাওলা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নাম মুবারক শুনে নামের সম্মানের জন্য দাঁড়িয়ে পড়ায় কেন গুনাহ্ হবে"?

(৪) জনাব হাজী এমদাদুল্লাহ্ সাহেবের বিশেষ খলিফা মাওলানা আবদুস সামী সাহেব (সুন্নী) মিলাদও কিয়াম জায়েজ সম্পর্কে আনোয়ারে সাতেয়া নামক কিতাব লিখে হাজী সাহেবের নিকট মন্তব্যের জন্য পাঠিয়ে দেন। হাজী সাহেব নিম্ন লিখিত মন্তব্য দিয়েছিলেন- "বর্তমান কালে আমরা যে ভাবে মিলাদ শরীফের অনুষ্ঠান করে থাকি, সে সম্পর্কে আমার মত এই যে, উহা পূর্ববর্তী ছলফে ছালিহীনও মাশায়েখগণ বারবার স্বীকার করে আসছেন এবং উহাকে তারা বারংবার আমলও করে গেছেন"। (মাওলানা আবদুস সামী ছিলেন দেওবন্দ বিরোধী ও সুন্নী)।

(৫) মাওলানা থানবী সাহেবের ওয়াজ- **জিকরে রাসুল**- যা ধারাবাহিক ভাবে আত্- তাবলিগ নামক পত্রিকায় প্রকাশিত হচ্ছে- তার ৩৮ পৃঃ আছে- "কোন সময় পয়দায়েশের বর্ণনায়, কোন সময় দুধপানের বর্ণনায়, কোন সময় মিরাজের বর্ণনায়, কোন সময় ওয়াজের মাহফিলে

৩/৪ বার কিয়াম করবে। এরূপ কিয়ামকে কে নিষেধ করবে"? (অর্থাৎ কেহই নিষেধ করবেনা। মাওলানা থানবী সাহেবের মতে শুধু জন্ম বৃত্তান্তের বর্ণনায় কিয়াম করলেই শেষ হবেনা। দুধপানের বর্ণনা, মিরাজ ও অন্যান্য বর্ণনার সময়ও কিয়াম করতে হবে)।

এখন মিলাদ কিয়াম বিরোধী থানবী ভক্ত মুফতীগণ কি বলবেন? বলার কিছু আছে কি?

(৬) দেওবন্দ মাজহাবের প্রথম ইমাম সৈয়দ আহমদ বেরলভীর মুরীদ এবং ইসমাইল দেহলবীর ভগ্নিপতি ও পীরভাই মাওলানা আবদুল হাই বুড্ডানভী সাহেব তার ফতুয়ায়ে আবদুল হাই-তে লিখেছেন- "হুজুর নবীয়ে কারীম রাউফুর রাহীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আ-লিহী ওয়া সাল্লামের জন্ম বৃত্তান্তের আলোচনা- যা লাখো বরকত ও শান্তির কারণ- তা বিশেষ সময় ব্যতিতও সব সময় সকল মুসলমানের রগ রেশার মধ্যে জাগরুক রয়েছে। নবীয়ে কারীম আলাইহিস সালামের ভূমিষ্ট হওয়ার সংবাদ শুনে আবু লাহাব খুশি হয়েছিল। সেই কারণে প্রতি সোমবার আবু লাহাবের আজাব লাঘব করা হয়। তা হলে একজন মুসলমান, নবীর উম্মত নবী পাকের জন্ম দিনে খুশি হয়ে যদি আনন্দ প্রকাশ করে, তবে সে কেন উচ্চ মর্যাদায় উপনীত হতে পারবেনা? মুহাদ্দেস আবুল ফারাজ ইবনে জাওজী ও আবদুল হক মুহাদ্দেসে দেহলবী (রাহঃ) এরূপই বর্ণনা করেছেন"। (ফতুয়ায়ে আবুল হাই দেওবন্দ ৯৫ পৃঃ, হাকীকতে মুহাম্মাদী মিলাদে আহাম্মাদী ৩৪৪ পৃঃ)।

(৭) মুফতী শফী দেওবন্দী সাহেব লিখেছেন- "মাহফিলে মিলাদ শরীফে যদি কোন তারিখ নিদৃষ্ট না করে এবং জরুরী মনে না করে, তাবাররুক ও আলোক সজজা জরুরী মনে না করে, গলদ রাওয়ায়েত যদি না পড়ে, নাত পাঠকারী মোঁছ বিহীন যদি না হয়, যদি গানের মত না পড়ে এবং অন্যান্য বিদয়াত থেকে যদি মুক্ত থাকে- তাহলে কোনই দোষ নেই। মুল কথা হলো এই যে, রাসুলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

www.sunnibarta.com

সাল্লামের আলোচনা মুবারাক যদি এসব বদ রুসুম থেকে মুক্ত হয়- তা হলে সেটা ছাওয়াব এবং আফজল। আর যদি বিদয়াত রুসুমে পরিপূর্ণ হয়- তা হলে নেকী বরবাদ এবং গুনাহ্ অবশ্যই হবে। যেমন- কেহ পায়খানায় গিয়ে যদি কোরআন শরীফ পড়ে"। (ফতুয়ায়ে দারুল উলুম দেওবন্দ ২য় খন্ড ২০০ পৃঃ)।

(৮) মাওলানা আশ্রাফ আলী থানবী সাহেবের খলিফা মৌলবী সাঈদ সাহেব চাঁদপুরী (মাদারীপুর ইসলামিয়া মাদ্রাসার হেড মৌলবী) তাওয়ারিখে মুহাম্মদির মধ্যে লিখেছেন- "নবী কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পয়দায়েশের খুশিতে মিলাদ মাহ্ফিল করে সমবেত ভাবে যদি "ইয়ানবী" বলে নবীজীর দরবারে সালাম পেশ করে, তাতে বহু ছাওয়াবের ভাগি হবে। কিন্তু এতটুকুতেই নবী পাকের হক আদায় হবে না, তৎসংগে নবী পাকের জীবনী মুবারাক থেকে কিছু না কিছু আলোচনা করা চাই"। (তাওয়ারিখে মুহাম্মাদী ১ম খন্ড ১ম বালাম তাওয়াল্লাদ শরীফ ৫৫ পৃঃ)।

(৯) মাওলানা আশ্রাফ আলী থানবী সাহেবের ভাগ্নে মাওলানা এহতেশামুল হক থানবী সাহেবকে তৎকালীন পুর্ব পাকিস্তানের গ্রেন্ড মুফতী ঢাকা আলিয়া মাদ্রাসার হেড মুহাদ্দেস বাইতুল মুকাররাম মসজিদের প্রথম খতিব এবং নামাজের চিরস্থায়ী ক্যালেন্ডারের আবিষ্কারক মুফতী মুহাম্মদ আমীমুল ইহ্সান মুজাদদেদী বরকতী সাহেবের সাথে মিলাদ মাহ্ফিলে কিয়াম করতে দেখা গেছে। মাহ্ফিলের পরে লা-কিয়ামী অনেকেই তাকে প্রশ্ন করেছিল যে, আপনি কেন কিয়াম করলেন? তখন এহতেশামুল হক থানবী সাহেব বলেছিলেন- "উনী (মুফতী সাহেব) আমাদের ইমাম- ইমামকে সর্বদাই তাজীম করতে হবে- শুধু মসজিদে নয়"।

(আলিয়া মাদ্রাসা কলিকাতায় থাকা কালীন মুফতী সাহেব নাখোদা মসজিদের ইমাম ছিলেন আর এহতেশামুল হক থানবী সাহেব মুহাদ্দিস

www.sunnibarta.com

ছিলেন। তাই পূর্ব পাকিস্তানে দেখা হওয়ার পরও তাকে ইমাম হিসাবেই সম্মান করতেন। ইহা ১৯৬৮ সনের বাস্তব ঘটনা)।

(১০) লালবাগ মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা এবং খাদেমুল ইসলামের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি মুফতী দিন মুহাম্মদ সাহেবকেও এসব নিয়ে বাড়াবাড়ি করতে দেখা যায়নি। তারা নিজেরা মিলাদ মাহ্‌ফিলের আয়োজন না করলেও মিলাদ মাহ্‌ফিলের দাওয়াত রাখতে আপত্তি করতেন না এবং মিলাদ মাহ্‌ফিলে কিয়াম করার সময় কখনও বসে থাকেননি।

কিন্তু অতি পরিতাপের বিষয় যে, তাদের মাদ্রাসায় লিখাপড়া করে কিছু সংখ্যক মৌলবী মিলাদও কিয়ামকে নাজায়েয বলে বেড়ায়। তাদের মধ্যে এমনও রয়েছে- যারা বলে যে, কিয়াম করা মায়ের সাথে জ্বিনা করার তুল্য পাপ। (নাউজুবিল্লাহ্) অথচ এহ্‌তেশামুল হক থানবী সাহেব ও মুফতী দিন মুহাম্মদ সাহেবগণের এক দাঁতের ইলেমও এদের নেই।

গ্রাম্য প্রবাদ ঃ টুটা ঢেকীর বাদ্য বেশী।
খালি কলসী লড়ে বেশী।

(১১) মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী সাহেবকেও মিলাদের মাহফিলে মিলাদ শরীফ পড়তে ও কিয়াম করতে এবং হাত উঠিয়ে আজানের মুনাজাত করতে দেখা গেছে।

বিঃদ্রঃ অত্র পুস্তিকায় সংক্ষেপে মিলাদ কিয়ামের সমর্থক মুফতীগণের সংক্ষিপ্ত ফতুয়া ও তাঁদের নাম লিপিবদ্ধ করা হলো এবং যে সব কিতাবে ছাপা হয়েছে তার নামও উল্লেখ করা হলো। আশা করি- সুন্নী উলামা ও জনসাধারণ এতে উপকৃত হবেন এবং এ দেশীয় মিলাদ কিয়াম বিরোধীরা সংশোধনের সুযোগ পাবেন। (সংকলক)

-- সমাপ্ত --

www.sunnibarta.com